লালসালু (১৯৪৮)

* (একটি নকল মাজারের কাহিনি)

– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

১. শিকারির ঘটনা, পৃ. ৭৫ - ৭৯

এটা জনবহুল ও দরিদ্র একটা অঞ্চল। এখানে আধুনিক শিক্ষা নেই। পুথিগত ধর্মশিক্ষা এদের মূল পুঁজি। এখানকার লোকেরা (পুরুষেরা) অন্নবস্ত্র তথা জীবিকার তাগিদে বহির্মুখী। এমন একটা অঞ্চলেই জন্ম বেঁটেখাটো শীর্ণদেহ মজিদ মৌলবির। তার শিক্ষা মক্তব পর্যন্ত। অন্যদের সঙ্গে সেও একদিন রেলে চড়ে দূরদূরান্তে পাড়ি জমায়। জনবিরল গারো পাহাড়ে গিয়ে মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ নেয়। সেখানে আয়-রোজগার কম। এটা মজিদের দুর্ভাবনার বিষয়। হঠাৎ একদিন পাহাড়ে আসে এক বন্দুকধারী শিকারি। তাকে দেখে এবং তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মজিদের ভাবান্তর ঘটে। সে ভাবে, তার (মজিদের) স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হচ্ছে ধর্ম। তার চাই অন্নবস্ত্র ও সুখ-সচ্ছলতা। এরপরই শিকারের উদ্দেশ্যে তার অনিশ্চিত পথে যাত্রা। বলাবহুল্য যে, 'লালসালু' জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত মজিদ মৌলবি তথা এক দক্ষ শিকারির গল্প।

২. রহিমার ঘটনা, পৃ. ৭৯ - ৮১

শস্যসমৃদ্ধ মহব্বতনগর গ্রাম মজিদের দ্বিতীয় বিচরণক্ষেত্র। এখানে সে মোদাচ্ছের পিরের 'মাজারের মুখপাত্র' (পৃ. ৮১) অর্থাৎ খাদেম। মাজারের সূত্রে ক্রমশ তার ব্যবসার প্রসার ঘটছে– অর্থাৎ আয়-রোজগার, সহায়-সম্পত্তি ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পচ্ছে। একদিন সে বিয়ে করে এ গ্রামেরই বিধবা যুবতী রহিমাকে। রহিমা শক্ত-সমর্থ ও পরিশ্রমী, কিন্তু সে মনে-মনে ভীতু ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। লেখকের ভাষায়– 'গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ।' (পৃ. ৮০) অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমষ্টি মিলে মহব্বতনগর এক অশিক্ষিত, সরল, ভীতু ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন লোকদের গ্রাম। গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় নারীদের কাছে 'মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।' (পৃ. ৮৩) অর্থাৎ তাদের (গ্রামের নারীদের) ধারণা, মজিদ পরহেজগার আল্লাঅলা লোক। সে পরনারীদের সামনে যায় না এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। রহিমা মজিদের স্ত্রী ও ধর্মব্যবসার ক্ষেত্রে সহযোগী।

৩. দুদু মিঞার ঘটনা, পৃ. ৮১ - ৮৩

মহব্বতনগর গ্রামে মজিদই সর্বেসর্বা। সে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মোড়ল খালেক ব্যাপারি তার সহযোগী মাত্র । সে (মজিদ) কাউকে ভিক্ষা দেয় না, ধর্মশিক্ষা দেয়। উদাহরণ– দুদু মিঞা। লেখকের ভাষায়– 'মজিদের শক্তি উপর থেকে আসে, আসে ওই সালু কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।' (পৃ. ৮২) অর্থাৎ গ্রামবাসীর বিশ্বাস, মজিদ ও মাজার একসূত্রে বাঁধা। এরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থাৎ সে (মজিদ) ঐশী শক্তির প্রতিভূ। তার হুকুম অমান্য করা মানে ধর্মের অমর্যাদা করা– যা ক্ষমার অযোগ্য।

৪. বুড়োবুড়ির ঘটনা, পৃ. ৮৩ - ৯৫

বুড়োবুড়ি স্বামী-স্ত্রী। যৌবনে তাদের সংসারে সুখ-সচ্ছলতা ছিল। বুড়োটি এক সৎভাইয়ের সঙ্গে জমি-সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে আজ হতদরিদ্র। উপরন্তু তাদের (বুড়োবুড়ির) দৈনন্দিন জীবন কলহপূর্ণ ও তিক্ত। তাদের মেয়ে হাসুনির মা– বিধবা যুবতী ও শ্রমজীবী। একদিন হাসুনির মা মজিদের কাছে এক আর্জি (আবেদন) নিয়ে আসে। এর সূত্র ধরে বুড়োবুড়ির দরিদ্র পরিবারটির সঙ্গে মজিদের যোগাযোগ ঘটে– যার পরিণাম দাঁড়ায় ভয়াবহ। মজিদ এই দরিদ্র পরিবারটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুড়োটি ছিল বুদ্ধিমান ও প্রতিবাদী চরিত্র। সেহেতু সুচতুর মজিদ এক দক্ষ অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মূলত তার (মজিদের) উদ্দেশ্য ছিল মহব্বতনগরে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে ধর্মকে সে (মজিদ) ঢাল বা আত্মরক্ষার বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং ধর্মের অপব্যাখ্যা ও ফতোয়াবাজির মাধ্যেমে স্বার্থসিদ্ধি করেছে।

৫. আওয়ালপুরের পিরের ঘটনা, পৃ. ৯৫ - ১০১

পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম আওয়ালপুর। ওখানে নতুন পিরের আগমন উপলক্ষে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যায়। মতলুব খাঁ এ অঞ্চলে ঐ পিরের প্রধান মুরিদ। লেখকের ভাষায়– 'যেন বিশাল সূর্যোদয় (নতুন পিরের আগমন) হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো (মজিদ) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' (পৃ. ৯৭) এ পরিস্থিতিতে মজিদ ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তার (মজিদের) ধর্ম-ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সে (নতুন পির)। একদিন মজিদ নতুন পিরের ওয়াজ মাহফিলে হাজির হয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয় এবং একদল ভক্ত-শিষ্যসহ স্বগ্রামে (মহব্বতনগর) ফিরে আসে। মজিদের ভাষায়– নতুন পির হচ্ছে মিথ্যাশ্রয়ী পির বা ভণ্ড পির । তাহলে মজিদ কি 'সত্যিকারের পির'? ধর্মের মুখোশ-পরা স্বার্থান্বেষী মৌলবি নয় ?

৬. আমেনা বিবির ঘটনা, পৃ. ১০১ - ১১৬
মোড়ল খালেক ব্যাপারির দুই স্ত্রী– আমেনা বিবি ও তানু (তানিয়া) বিবি। আমেনা বিবি সুন্দরী যুবতী কিন্তু নিঃসন্তান। সে ব্যাপারির মাধ্যমে আওয়ালপুরে লোক (ধলা মিঞা) পাঠিয়ে পানিপড়া আনার উদ্যোগ নেয়। বিষয়টি ছিল অতি গোপনীয়। কিন্তু মজিদ বিষয়টি জানামাত্রই সতর্ক হয়ে ওঠে এবং আমেনা বিবিকে চরম শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। যেমন ঘা-খাওয়া ফণাতোলা বিষাক্ত সাপ ছোবল হানে, মজিদও যেন তেমনি। মজিদ লেবাসে ও আচরণে সাধুবাবা, কিন্তু অন্তরে কুটিল। সে সুকৌশলে মোড়লকে তার পক্ষে টানে এবং আমেনা বিবিকে তালাকের বন্দোবস্ত করে দেয়। এক্ষেত্রে মোড়ল মজিদের চালাকি ও গুটিবাজি ধরতে পারেনি।

৭. আক্কাসের ঘটনা, পৃ. ১১৬ - ১২০
মহব্বতনগর এক মাজারকেন্দ্রিক গ্রাম। এটা মজিদের লুটপাটের রাজ্য। গ্রামে মজিদ কোন্‌টা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী– 'স্কুল' না 'মসজিদ' ? 'মসজিদ' তার স্বার্থের অনুকূলে। অতএব সে মসজিদই চায়। সে স্কুল তথা আধুনিক শিক্ষার বিরোধী। সেহেতু সে আক্কাসকে অপদস্ত ও গ্রামছাড়া করে দিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।

৮. জমিলার ঘটনা, পৃ. ১২০ - ১৩৮
নিঃসন্তান ও নিঃসঙ্গ হলেও মজিদ দত্তক নেবে না। সেহেতু সে বালিকাবধূ জমিলাকে ঘরে আনে। একদিন এক খিটখিটে বুড়ি মাজারে এসে আর্তনাদ করে তার মৃত ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য চিৎকার জুড়ে দেয়। এ ঘটনায় জমিলার কোমল মন বেদনার্ত ও বিষণ্ন হয়ে ওঠে। স্বভাবে ও আচরণে সে (জমিলা) ক্রমশ অবাধ্য/বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ অবস্থা মজিদের কাছে অকল্পনীয়। সে হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত। জেকের অনুষ্ঠানের দিন জমিলার বেপর্দা আচরণ মজিদকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। পরদিন থেকে জমিলার জন্য কঠিন ধর্মশিক্ষা শুরু হয়। ইতিমধ্যে গ্রামজুড়ে শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে ব্যাপক সম্পদহানি ঘটে। সকালবেলা ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী দলবদ্ধভাবে মজিদের কাছে এসে ধর্ণা দেয়। মজিদ এর কি সমাধান দেবে? অন্যদিকে খুঁটিতে বাঁধা মৃতপ্রায় জমিলার একটি পা মাজারের গায়ে লেগে আছে। এত স্পর্ধা! তবুও মাতৃতুল্য দরদি রহিমা কচিপ্রাণ জমিলাকে ঘরে তুলে আনে। অর্থাৎ মজিদ যেন ঘরে-বাইরে এক প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়ে গেছে। মজিদ নামের মানব-বৃক্ষটি হয়তো শীঘ্রই সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে।

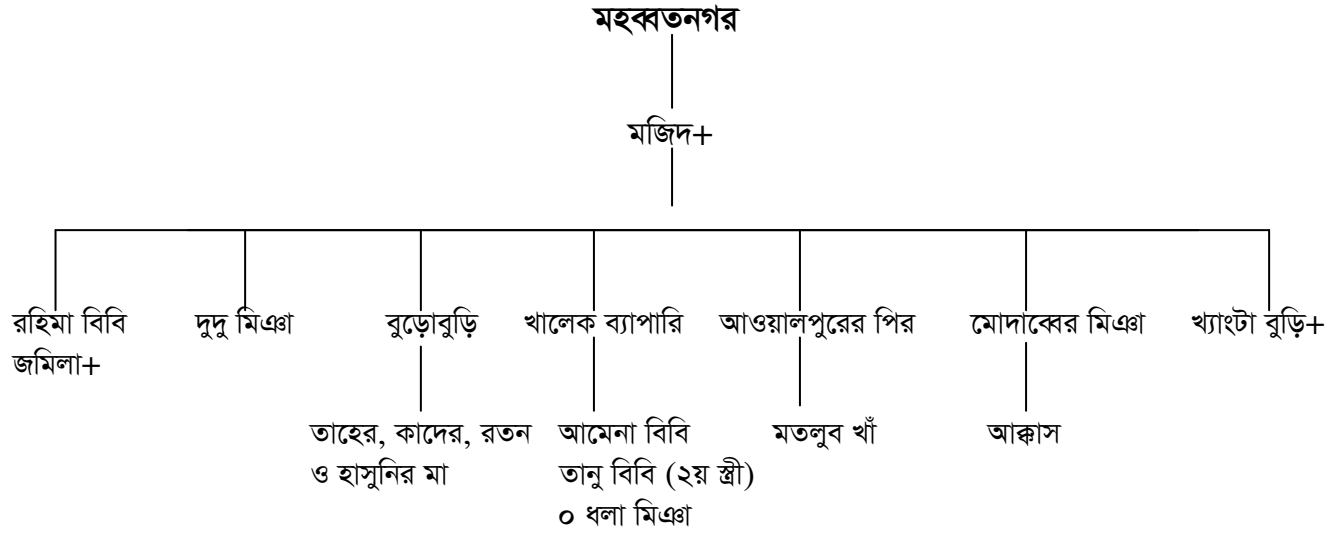

*** 'লালসালু'র কাহিনি : ঘটনাক্রম**

১. শিকারির ঘটনা, পৃ. ৭৫
২. রহিমার ঘটনা, পৃ. ৭৯
৩. দুদু মিঞার ঘটনা, পৃ. ৮১
৪. বুড়োবুড়ির ঘটনা, পৃ. ৮৩
৫. আওয়ালপুরের পিরের ঘটনা, পৃ. ৯৫
৬. আমেনা বিবির ঘটনা, পৃ. ১০১
৭. আক্কাসের ঘটনা, পৃ. ১১৬
৮. জমিলার ঘটনা, পৃ. ১২০

* মজিদ মৌলবি তথা এক দক্ষ শিকারির গল্প অথবা একটি মানববৃক্ষের গল্প।